008

তারিখ 26 NOV 1987
পৃষ্ঠা ৭ কলাম

দৈনিক সংবাদ

সংবাদ

ঢাকা : বৃহস্পতিবার, ৯ই অগ্রহায়ণ, ১৩৯৪

আবার বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের উদ্যোগের হেতু কি

বর্তমান রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণেই সম্ভবতঃ সরকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পুনরায় বন্ধ করে দেওয়ার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে পরামর্শ দিয়েছেন। সরকার পক্ষ থেকে এ খবরের কোন প্রতিবাদ এ যাবৎ পাওয়া যায়নি।

ইতিপূর্বে বিরোধী দলগুলোর ১০ই নভেম্বর কর্মসূচীর মুখে গত ৮ই নভেম্বর সরকার বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজসমূহ ১৪ই নভেম্বর পর্যন্ত বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছিল।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ছাত্র-ছাত্রীদের অসুবিধার কথা বিবেচনা করে হলগুলো খোলা রাখেন।

বিরোধী দলের বিভিন্ন কর্মসূচী পালনের দিনগুলোতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনরূপ আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উদ্ভব হয়নি। তাদের এই ভূমিকাকে সরকার পর্যন্ত অভিনন্দন জানিয়েছেন কয়েকদিন আগে।

শিক্ষকদের সংগঠন তথা ছাত্রদের সংগঠন আন্দোলন সম্পর্কে তাদের মনোভাব যেমন গোপন করেননি, তেমনি তারা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের শান্তি বিঘ্নিত হতে দেননি।

তারা তাদের রাজনৈতিক মতাদর্শ অনুযায়ী এই আন্দোলনে সাড়া দিয়েছেন এবং সহিংসতার বিরুদ্ধে মৌন মিছিল বের করে প্রমাণ করেছেন যে, হিংসার উৎস বন্ধ করা তখনই সম্ভব, রাজনীতিতে সহিংসতার উপাদানের কার্যকারণ যদি দূর করা যায়। আর এটা কোন ওয়ান ওয়ে ট্রাফিক নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘদিনের সন্ত্রাস ও বোমাবাজির ধারাকে বদলে দেয়া সম্ভব হয়েছে শিক্ষক ও ছাত্রদের যৌথ প্রচেষ্টা এবং দেরীতে হলেও প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে জোরদার করে তার যথাযথ মোকাবেলার ব্যবস্থা গ্রহণ করেই। এটা দেশবাসী দেখেছে।

একটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার পক্ষেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-ছাত্র ও কর্মচারিগণ তাদের আস্থা প্রকাশ করেছেন নিজেদের আচরণের মধ্য দিয়ে। এরকম অবস্থায় হঠাৎ সরকারের বিচলিত বোধ করার কারণ কোথায় তা বুঝে ওঠা গেল না।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেওয়ার জন্য সরকারী চাপের মুখে উপাচার্য সংশ্লিষ্ট শিক্ষক কর্মকর্তাদের নিয়ে পৃথক পৃথক দুটি সভা করেছেন। ২২টি ছাত্র সংগঠনের নেতাদের সঙ্গেও তিনি আলোচনা করেছেন। একই সঙ্গে প্রভোস্টদের সঙ্গে সভা করে এ ব্যাপারে তাদের যথাযথ নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

সরকারের পূর্ববর্তী আদেশ প্রত্যাখ্যান এবং বিশ্ববিদ্যালয় হলসমূহ খোলা রাখা সম্পর্কে উপাচার্য ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্মকর্তাদের সিদ্ধান্তকে সেদিন সরকার উপেক্ষা করেনি। তাদের দায়িত্ববোধের প্রতি সরকারের আস্থা এবং তাদের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে সরকারের মনোভাব পরবর্তী সময়ে তাদের প্রতি অভিনন্দন জানানোর মধ্যেই প্রকাশ পেয়েছে।

তারপর এমন কী ঘটনা ঘটেছে যে, সরকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করার জন্য তাদের উপর চাপ সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা বোধ করছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসনের প্রতি সরকারের শ্রদ্ধা যে এখানে নস্যাৎ হয়ে যায় এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের গোড়ার কথা অপরের মতের প্রতি সহিষ্ণুতা প্রদর্শনও এক্ষেত্রে অস্বীকার করার সামিল, সে কথাটা সরকারকে আর একবার ভেবে দেখার অনুরোধ করি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বর্তমান অস্থির রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে শিক্ষাঙ্গনের উপযুক্ত পরিবেশ বজায় রাখতে ইচ্ছুক এবং সেই সদিচ্ছার পরিচয় ইতিমধ্যেই তারা দিয়েছেন, সেই আলোকেই আশা করি সরকার বিষয়টি বিচার করবেন। অপরের দায়িত্বশীলতার উপর আস্থা স্থাপনই যে সুফল বয়ে আনে, আস্থাহীনতার বশবর্তী হয়ে যার যার দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে বাধা দানের নীতি কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না, এটা স্মরণে রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট মহলের নিকট অনুরোধ জানাই।